যুগান্তর

তারিখ 13 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি স্কুলে ভর্তি নীতিমালা

মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু করা হবে না : শিক্ষা সচিব

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নীতিমালায় সংসদ সদস্যদের জন্য 'কোটা' রাখা হচ্ছে এমন খবরের পরিপ্রেক্ষিতে দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় ওঠে। সচিব সোমবার এ কথা জানান। তিনি বলেন, ভর্তি নীতিমালাসহ রোববার সভায় অনেক বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে ভর্তিতে সংসদ সদস্যদের জন্য দুই ভাগ কোটা সংরক্ষণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা করা হয়। ভর্তিতে সংসদ সদস্যদের জন্য কোন কোটা রাখার বিষয়ে এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি জানিয়ে সচিব বলেন, সবকিছু পর্যালোচনা করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এমন কোন সিদ্ধান্ত আমরা নেব না। চূড়ান্ত ভর্তি নীতিমালায় সংসদ সদস্যদের জন্য কোটা থাকছে কিনা জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব বলেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির নীতিমালা চূড়ান্ত করে মঙ্গলবার তা জারি করা হবে। জারির পরই সংসদ সদস্যদের কোটার বিষয়ে জানতে পারবেন। নীতিমালা জারির পর শিক্ষামন্ত্রী দুপুরে এ বিষয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করবেন বলেও জানান তিনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় চাপের মুখে কোন কিছু করবে না জানিয়ে কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, ভর্তি প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের জন্য সাবলীল ও সমস্যামুক্ত করতে যা যা প্রয়োজন আমরা তাই করবো।

রোববার সচিবালয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তিতে অনুসরণীয় নীতিমালা পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা শেষে শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন, ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের জন্য কোটা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংসদ সদস্যদের জন্য কোটা রাখার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। বুধবার কমিটির সভায় বিষয়টি উত্থাপন হলে কয়েকজন এমপি অবশ্য এর বিরোধিতা করেন। সভা সূত্র জানায়, খোদ শিক্ষামন্ত্রী এটির বিরোধিতা করেন এবং পাস হলে নিজে কোটা না নেয়ার কথা জানান। আরেক এমপি ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নন বলেও জানান। কিন্তু এরপরও সিদ্ধান্ত নিয়ে তা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে মন্ত্রণালয় চাপেও রয়েছে বলে দায়িত্বশীল সূত্র জানায়। ওই সূত্রের আশংকা, কোটা পাস হলে বাণিজ্যের আশংকা রয়েছে। কেননা, গত কয়েক বছর ধরে ঢাকার কয়েকটি স্কুলে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ ওঠে। এর মধ্যে আইডিয়াল, ভিকারুননিসা ও মনিপুর স্কুল অন্যতম।